সুদীর্ঘ তেষট্টি বৎসর ধরিয়া
সুনাম ও সততার
সঙ্গে
বিশেষত্ব বজায় রেখেছে
**পণ্ডিত-প্রেস**
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ
সকল প্রকার ছাপার কাজের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

Registered
No. C. 853

# জঙ্গিপুর সংবাদ
সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

**বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক**
জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা
★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।
জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫৩শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৮ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৭৩ ইং 1st June 1966 { ৩য় সংখ্যা।

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

**রান্নায় আনন্দ**

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

**খাস জনতা**
কেরোসিন কুকার
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

সাইকেল ও সাইকেল পার্টস এর
নির্ভরযোগ্য প্রাচীন প্রতিষ্ঠান
**সুলভ ভাণ্ডার**
রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটী।

স্টুডেন্টস ফেভারিট
রঘুনাথগঞ্জ, (বাস ষ্ট্যাণ্ড) মুর্শিদাবাদ
★ পাঠাগার, স্কুল ও কলেজের সব রকমের বই, খেলার সরঞ্জাম, কাগজ পেন ইত্যাদি সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৭৩ সাল।

# কৃষক-কুল দিশেহারা

—০—

এ যেন একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। তফাৎ শুধু স্থানের। খরার প্রকোপে আজ জেলার সমস্ত স্থানে এক অসহনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বৈশাখ মাসের সমস্ত দিনগুলো কৃষক-কুল শুধু আকাশের পানে চেয়ে চেয়ে কাটিয়ে দিলে বৃষ্টির আশায়। কিন্তু বৃষ্টির নামগন্ধও নেই। এ এলাকাগুলোতে জল-সেচের ব্যবস্থা না থাকায় অসুবিধে হয়েছে প্রচুর। তাই বৃষ্টির ওপরই ভরসা করতে হয় আগাগোড়া। এবার বৃষ্টির অভাবে তাই অধিকাংশ স্থানের জমিতে বীজধান রোপণ করা সম্ভব হয়নি।

আরও একটী বিষয় হ'ল—এবার খাদ্যপরিস্থিতি বিকট আকার ধারণ করায় অধিকাংশ কৃষক তাদের পেটের জ্বালায় বীজধান খেয়ে ফেলেছেন। এবার আউস ও পাটের ফলন ভাল হবে না বলে অনেকের অনুমান। কারণ বীজধান রোপণ ব্যাপারে যত জলের প্রয়োজন এবার তার আংশিকও সম্পূর্ণ হয়নি। সমস্ত মাঠ রোদে খাঁ খাঁ করছে। আকাশে মেঘের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। যাও বা হচ্ছে তাও দমকা হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দিনের তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

একদিকে বৃষ্টির অনিশ্চয়তা, অন্যদিকে কৃষকের ঘরে খাদ্যাভাব পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। তাদের খাবার অন্ন নেই। বীজধান ক্ষুধার তাড়নায় খেয়ে ফেলায় ফসল সম্পর্কেও খুবই চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। হাতে টাকা নেই। আশেপাশের হাটে বাজারে যে চালের আমদানী হয় তার দামও আকাশছোঁয়া। ১'২২ পয়সা থেকে ১'৩০ পয়সা পর্য্যন্ত। অনেকেরই এত দরে চাল কেনা সম্ভব হচ্ছে না বলে অর্দ্ধাহার ও অনাহারে দিন কাটতে বাধ্য হচ্ছে। চালের দামের সাথে সাথে তরিতরকারীর দামও আগুন। স্থানীয় শহরে এখন মশুরডাল ১ টাকা ১৫ পয়সা প্রতি কিলো, মুগডাল ১ টাকা ৫০ পয়সা, শুকনো লঙ্কা ৫ টাকা ৫০ পয়সা, সরষের তেল ৪ টাকা ৫০ পয়সা, নারিকেল তেল ৭ টাকা প্রতি কিলো বিক্রী হচ্ছে।

এই দামের দৌড়ে নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিসেরও দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন কাপড় কাচার সাবান ১টির দাম ৬৫ পয়সা, লাক্স ৭০ পয়সা, হামাম ৭০ পয়সা, জয় ৭৫ পয়সা, এ্যাসকো বার (১২টার) ২ টাকা প্রতি বার, দরে বিক্রী হয়েছে। আমিষ জাতীয় খাদ্যের মধ্যে মাছের কথা ছেড়ে দিলে হাঁসের ডিম প্রতিটি ২৫ পয়সা। জিনিসপত্রের এ ধরণের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির জন্য মানুষ আজ গভীর দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। কৃষকদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। আগামী ফসলের অনিশ্চয়তা, ঘরে খাদ্যাভাব, জিনিসের অগ্নিমূল্য তাদের সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনে দারুণ দুশ্চিন্তার কালো মেঘ জমা হতে চলেছে। বৈশাখ গড়িয়ে জ্যৈষ্ঠের প্রায় ৩ সপ্তাহ চলে গেল জলের আস্থা দেখা নেই। মাঠ ফেটে চৌচির। অনেকের অভিমত এ ধরণের খরা নাকি সুদীর্ঘকালের মধ্যে দেখা যায়নি।

আউশ ধানের সাথে পাটের ফলনও এবার ভালো হবে না বলে অনেকে ধারণা করছে। কারণ যে পরিমাণ জলের প্রয়োজন তা এবার পাওয়া যায়নি। তাই ফসলের অধিকাংশই নষ্ট হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে ভবিষ্যতের চিন্তায় আজ সাধারণ মানুষ, কৃষক সবাই দিশেহারা।

বহু স্থানে গোয়ালারা কৃষকগণের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ও কষ্টার্জ্জিত অর্থে বাহালী ফসলে গো-মহিষ চরাইয়া নষ্ট করিতেছে। সরকার পক্ষ হইতে ইহার প্রতিকার না করিলে গরীব কৃষকেরা একেবারে নিরুপায়।

---

## নজরুলের রচনা জাতীয়করণের দাবি

গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার মহাজাতি সদনে নজরুল জন্ম-জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট বক্তাগণ নজরুলের সমস্ত সঙ্গীত ও রচনা জাতীয়করণের এবং সুলভ সংস্করণ প্রকাশের জন্য রাজ্য সরকারকে এগিয়ে আসতে অনুরোধ জানান। নজরুল তিন হাজার সঙ্গীত রচনা করেছেন। সে সব উদ্ধার করে ছাপার ব্যবস্থা করা সরকারের দায়িত্ব বলে তাঁরা মনে করেন।

সকালের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমুজাফ্ফর আহমদ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ডঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। বিকালের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীঅচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্ত এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গ নজরুল জন্ম-জয়ন্তী কমিটির পক্ষ থেকে এই উৎসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়।

দুই বেলাতেই উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে গুণী সংবর্ধনার আয়োজন হয়। সকালে সংবর্ধনা জানানো হয় শ্রীমতী কমলা ঝরিয়াকে এবং বিকালে শ্রীমতী ইন্দুবালাকে। উভয়ে সংবর্ধনার উত্তরে বক্তৃতা প্রসঙ্গে নজরুল গীতির পুনরুজ্জীবনের জন্য দেশবাসীকে উদাত্ত আহ্বান জানান।

---

## ট্রেণের গারড লাঞ্ছিত

গত ২৮শে মে শনিবার সকাল ছটা নাগাদ পূর্ব-রেলওয়ের শিয়ালদহ-ডানকুনি সেকশনে ডানকুনি লোকাল দক্ষিণেশ্বর পৌছলে ফ্যাকটরির শ্রমিক বলে অভিহিত কিছু সংখ্যক লোক গাড়িটি কিছুক্ষণ থামিয়ে রাখতে বলেন। কারণ তাঁদের কিছু লোক পিছিয়ে পড়েছেন, এ ট্রেণে যাবেন। রেল সূত্রে জানা যায়, গাড়ী ঠিক সময়েই চলছিল। গাড়ী থামিয়ে রাখতে রাজী না হওয়ায় গারডকে মারপিট করা হয়। তিনি আহত হন। গাড়ী দমদম ষ্টেশনে পৌছলে গারডের সনাক্তক্রমে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। ঐ ঘটনার ফলে ট্রেণ-চলাচলে বিশেষ কোন বিঘ্ন ঘটেনি।

## দিকে দিকে জলকষ্ট

গত মাঘ মাস থেকে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচ মাস ধরে যে এক টানা প্রচণ্ড খরা চলছে, গত ৫০ বছরের অভিজ্ঞতায় কোনও তুলনা নেই।

অতিরিক্ত খরার জন্য গ্রামাঞ্চল ও শহরের প্রায় ১২ হাজার ইন্দারা ও নলকূপ শুকিয়ে গিয়েছে। দেশের সর্ব্বত্র পানীয় জলের ভীষণ কষ্ট দেখা দিয়েছে। নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর পুষ্করিণী সব শুকিয়ে গিয়ে তলস্থ মাটি ফেটে চৌচির হয়েছে। মানুষ ছাড়া বনের পশু পক্ষীরাও পানীয় জলের জন্য চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। গৃহপালিত গবাদি পশুরও কষ্টের সীমা নাই। জলই জীবন।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে সাংবাদিকদের বলেন ইন্দারা ও নলকূপ মেরামত করার জন্য রাজ্য সরকার ৪০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছেন। এ টাকা জেলা পরিষদের হাতে দেওয়া হবে।

জেলা পরিষদগুলি ইন্দারা ও নলকূপগুলিই শুধু মেরামত করবেন না। প্রয়োজন হলে নূতন ইন্দারা ও নলকূপ বসাবেন।

## পানামা সার্কাস

রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্কের দক্ষিণে খেলার ময়দানে 'পানামা সার্কাস' প্রত্যহ দুইবার নানাবিধ চমকপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক খেলা দেখাইয়া দর্শকগণকে মুগ্ধ করিতেছেন। প্রতিদিন বহু নরনারী ও বালক-বালিকা খেলা দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। বাংলার শক্তিমান যুবক কাশীনাথ সাউ বুকের উপর ৬০ মণ ওজনের ১টা হাতী উত্তোলন করিতেছেন।

## কাউণ্টার বৃদ্ধির চেষ্টা

ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার জঙ্গিপুর শাখায় বর্ত্তমানে দুইটী কাউণ্টারে টাকা লওয়ার ব্যবস্থা আছে। ইহাতে বহু লোক টাকা জমা দিতে না পারিয়া ফিরিয়া যাইতেছে। স্থানীয় ষ্টেট ব্যাঙ্কের এজেণ্ট মহাশয় এই অসুবিধার বিষয় উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষকে যথাসময়ে জানাইয়াছেন এবং যাহাতে কাউণ্টার বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

## সরকারী বিজ্ঞপ্তি

সচিব, আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকার, মুর্শিদাবাদ পোঃ বহরমপুর, বিজ্ঞাপিত করিতেছেন যে নিম্নলিখিত বাসরুটগুলিতে একটি করিয়া যাত্রীবাহী গাড়ীর (প্রত্যহ উভয় দিকে এক ট্রিপ) পারমিট প্রদানের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে:— (১) বাজারশা রেল ষ্টেশন—রামনগর ঘাট; (২) রঘুনাথগঞ্জ—সুতি (নিমতিতা হইয়া); (৩) রাধারঘাট—পাঁচগ্রাম। দরখাস্তসমূহ নির্দ্ধারিত ফরমে (মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকার অফিসে স্থানীয় ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ায় দরখাস্ত ফি বাবদ পাঁচ টাকা জমা দেওয়ার চালান উপস্থাপিত করিলে পাওয়া যাইবে) হওয়া চাই। উক্ত চালান এবং ঘোষণাপত্র (নির্দ্ধারিত ফরম উপরোক্ত অফিসে পাওয়া যাইবে) -সহ দরখাস্তসমূহ উক্ত সচিব কর্ত্তৃক ১৯৬৬ সালের ২৫শে জুন পর্য্যন্ত গৃহীত হইবে।

## ঘূর্ণিবাত্যায় ক্ষতি

গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার সন্ধ্যায় পর বৃষ্টির সঙ্গে প্রবল ঘূর্ণিবাত্যায় জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন গ্রামের বহু টিন ও টাইলের ঘর উল্টাইয়া গিয়াছে, অনেক গাছের বড় বড় ডালপালা ভাঙ্গিয়াছে এবং কোন কোন গাছ গোড়া হইতে উৎপাটিত হইয়াছে।

রঘুনাথগঞ্জ থানার পশই গ্রামের কয়েকজন গৃহস্থের টিনের ঘরের চাল উড়িয়া গিয়াছে, গাছ পড়িয়া একজনের ঘরের সমস্ত টাইল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। শ্রীবলরামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় টিনের ঘরের চাল উড়িয়া যাওয়ায় ঘরের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া গিয়া ঘরখানি বাসের অযোগ্য হইয়াছে।

গোবিন্দপুর গ্রামের শ্রীশশাঙ্কশেখর পাণ্ডের নূতন টিনের ঘরের চাল উড়িয়া গিয়াছে। রাণীনগর, কাশিয়াবোনা, খোয়ালপুর, সেকন্দরা, নবকান্তপুর, মিঠিপুর প্রভৃতি গ্রামের বহু মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘর উড়িয়া গিয়াছে।

সাধারণ লোকে আজকাল উদরান্ন সংগ্রহের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত তারপর গৃহাদি নির্ম্মাণ করা তাদের পক্ষে সুদুরপরাহত। সামনে বর্ষা আসিতেছে তাদের কষ্টের অবধি রহিবে না।

## মুর্শিদাবাদ ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজি

কাশিমবাজার রাজ পোঃ,
বহরমপুর, পশ্চিমবঙ্গ

## ভর্ত্তির দরখাস্ত—১৯৬৬-৬৭

১৯৬৬-৬৭ সালের মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল ও সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিংএ (এল. এম. ই., এল. ই. ই. ও এল. সি. ই.) তিন বৎসরের ডিপ্লোমা পাঠক্রমে ভর্ত্তির জন্য নির্দ্দিষ্ট ফরমে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

প্রিন্সিপ্যালের অফিসে ২৩. ৫. ৬৬ তারিখ হইতে যে কোন কার্য্যের দিন বেলা ১০-৩০ মিনিট হইতে ৩টা পর্য্যন্ত নগদ '৫০ পয়সা প্রদানে অথবা নিজস্ব ঠিকানা সম্বলিত '৩৫ পয়সা ডাক টিকিট সহ ৯"×৪" মাপের খামের সহিত '৫০ পয়সা মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলেও দরখাস্তের ফরমের সহিত প্রস্পেক্টাস পাওয়া যাইবে।

দরখাস্ত ফরম যথাযথ পূরণপূর্ব্বক প্রিন্সিপ্যাল এম. আই. টি. বহরমপুরকে প্রাপক করিয়া দুই টাকা মূল্যের ক্রসড্ পোষ্টাল অর্ডার সহযোগে ১৫ই জুন, ১৯৬৬ তারিখের মধ্যে প্রিন্সিপ্যালের অফিসে অবশ্যই পৌঁছান চাই।

১লা জানুয়ারী ১৯৬৬ তারিখে বয়স অবশ্যই ১৫ বৎসরের নিম্নে এবং ২০ বৎসরের উর্দ্ধে না হয়। (তপশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত প্রার্থীর ক্ষেত্রে এক বৎসর শিথিলযোগ্য)

লিখিত ভর্ত্তিপরীক্ষা এবং নির্ব্বাচক মণ্ডলীর কাছে সাক্ষাৎকারের ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়া তিন বৎসরের ডিপ্লোমা পাঠক্রমের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি করা হইবে—যে পরীক্ষা, অনুমোদিত কোন বিদ্যায়তন হইতে স্কুল ফাইনাল অথবা সমতুল কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে কোন প্রার্থীর জন্য উন্মুক্ত। যে প্রার্থী গত স্কুল ফাইনাল অথবা কোন সমতুল পরীক্ষায় বসিয়াছে এবং উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা রাখে, সেও নির্দ্ধারিত তারিখে দরখাস্ত করিতে পারে। পরীক্ষার ফলাফল বাহির হইবার ১০ দিনের মধ্যে মার্কসিটের নকল অবশ্যই পাঠাইতে হইবে।

ভর্ত্তির পরীক্ষা ১৯৬৬ সালের ২৯শে জুন তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে।

হষ্টেলে অল্পসংখ্যক সিট পাওয়া যাইতে পারে।

পি, সি, ঘোষ, প্রিন্সিপ্যাল।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম
কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে
সি, কে, সেনের নাম সবাই
জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে
হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে
ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা
তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের

# আমলা কেশ

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

---

## সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে
নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

### ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।
এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

---

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ,
ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত
যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ,
গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ,
কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-
অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী,
ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও
রেজিষ্টার ইত্যাদি

**সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়**

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে
ডেলিভারী দেওয়া হয়

# আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও গোডাউন
৮৩।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

---

# দাস ঘর

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

সকল প্রকার সাইন-বোর্ড লেখা হয়

---

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

## পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ
কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

---

হাতে কাটা

## বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

---

**জঙ্গিপুর সংবাদ** সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।
বার্ষিক মূল্য ২'২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ।
বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন
ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।
শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।